দৈনিক ই

দৈনিক ইত্তেফাক

20 MAY 1989

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

শনিবার, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৬

পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ

গত ১৮ই মে প্রেসিডেন্ট এরশাদ মীরপুর দারুস সালামে আন্তর্জাতিক পরিবেশ সমীক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিফলক উন্মোচন করেন। একই দিনে দুপুরবেলায় আন্তর্জাতিক সম্মেলনকক্ষে ইনস্টিটিউটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলিয়াছেন, রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। বাংলাদেশে এই লক্ষ্যে যতটুকুবা অগ্রগতি সাধিত হইয়াছিল, সবই বিগত ভয়াবহ বন্যা ও খরায় দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট বলেন, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে যাহাতে পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা করিয়া দেশের উন্নয়নের গতিধারা অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, তজ্জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকাকে অবশ্যই মূল্য দিতে হইবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে যোগদানকারী নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী আবদুস সালামের আহ্বানের জবাবে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ঘোষণা করেন ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি উপমহাদেশীয় দেশের মত বাংলাদেশও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের ১'৯ ভাগ অর্থ ব্যয় করিবে।

পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বর্তমান বিশ্বের সবচাইতে গুরুতর সমস্যার একটি হইয়া উঠিয়াছে। আবহাওয়ার 'ওজোন' স্তরে ফাটল দেখা দেওয়া, বিভিন্ন দেশে মরুকরণ ক্রিয়া শুরু হওয়া, জঙ্গলকে-জঙ্গল সাফ হইয়া পড়, গরীব দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ টন বর্জ্য ও আবর্জনা পাচারের তৎপরতা, আবহাওয়ায় অত্যধিক শীত ও অত্যধিক গরমের প্রবণতা শুরু হওয়া ইত্যাদি একদিকে যেমন বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সাধক ও ছাত্রদের ভাবাইয়া তুলিয়াছে; অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন দেশের জনজীবনকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলিয়া দিতে শুরু করিয়াছে। বাংলাদেশের বিগত বন্যা এবং সবে কাটাইয়া উঠিতে শুরু করা খরা এই বক্তব্যের সত্যতাই প্রতিপন্ন করে। বিগত বন্যায় বাংলাদেশের তিনভাগের দুইভাগ শাব্দিক অর্থেই পানিতে তলাইয়া যায়, নষ্ট হয় অন্যূন ৮০০ কোটি টাকার সম্পদ। ইহার মধ্যে আছে বিশ্বের দরিদ্রতম দেশটির প্রায় তিনশত কোটি টাকা মূল্যের ফসলের ক্ষয়ক্ষতি। এইবারে খরাও ফসল ও সম্পদের কম ক্ষতি করে নাই। প্রায় আড়াই মাস একটানা এই খরায় একফোঁটা বৃষ্টি ছিল দেশের কোটি কোটি লোকের কাতর আর্তি ও প্রার্থনার বস্তু। কয়েকদিন আগে হইতে বৃষ্টিপাত অবশ্য কমবেশী শুরু হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ বলা যায় এইবারের খরার এখানেই ইতি। তবে ক্ষতি যাহা হওয়ার হইয়া গিয়াছে। গোটা দেশের ইরি ও বোরো ফসল পুড়িয়া শেষ। টাকার হিসাবে কম করিয়া হইলেও চারশত হইতে পাঁচশত কোটি টাকার ক্ষতি হইয়াছে এইবারের খরায়।

বাংলাদেশে বন্যা, খরা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের পৌনঃপুনিকতা ও আধিক্য দুই-ই বেশী। তবে পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ছোবল দুনিয়ার অন্যান্য দেশকেও কম ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে না। মেক্সিকো ও পেরুসহ ল্যাটিন আমেরিকা এবং ইরান, সোভিয়েট ইউনিয়নের দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি প্রজাতন্ত্র এবং পাকিস্তানসহ মধ্য এশিয়া আজ ভূমিকম্পের এলাকা হিসাবে চিহ্নিত। এইসব অঞ্চলে অতীতে এবং সাম্প্রতিক সময়ে ভূমিকম্পজনিত জানমালের ক্ষয়-ক্ষতি কল্পনার মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। কার্বন ডায়োক্সাইডের দ্বারা পরিবেশ দূষণের আশঙ্কার ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে গোটা ইউরোপ। বিষয়টি এমন গুরুতর যে, পশ্চিম ইউরোপে 'গ্রীন' রাজনীতি সেখানকার প্রচলিত খ্রীষ্টান ডেমোক্রেট ও লিবারেল ডেমোক্রেট রাজনীতির ধারাকে ভাঙ্গিয়া তছনছ করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। পরিবেশ দূষণের একটি ইস্যুতে সম্প্রতি সুইডেনের ক্ষমতাসীন সরকারের পরাজয় ঘটিয়াছে এবং সরকারের পতন সময়ের ব্যাপার মাত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও পরিবেশ দূষণের ইস্যুটি প্রধান তিনটি বা চারটি ইস্যুর অন্যতম ছিল। এমন যে 'আয়রন-লেডী' মার্গারেট থেচার, তিনি পর্যন্ত হালে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন দ্ব্যর্থহীন এই বক্তব্য রাখিয়া যে, সভ্যতা ধ্বংসের নূতন বিপদ আসিতেছে পরিবেশ দূষণ ও প্রতিবেশ বিপর্যয়ের পথেই। বিষয়টি অধিক ব্যাখ্যা না করিয়া এইটুকু বলিলেই চলে, পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা এখন গোটা মানবজাতিরই অন্যতম প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক পর্যায় ও মানের একটি পরিবেশ সমীক্ষা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা সংক্রান্ত গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপনের সংবাদ নিঃসন্দেহে স্বস্তিদায়ক।